দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 28 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ১ ...

গেটে তালা দিয়ে পছন্দের শিক্ষার্থী ভর্তি করল ছাত্রলীগ

খুলনা সরকারি সুন্দরবন কলেজ

■ খুলনা অফিস

খুলনায় কলেজের গেটে তালা দিয়ে নিজেদের পছন্দের শিক্ষার্থীদের ভর্তি করেছে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা। গতকাল সোমবার দুপুর একটার দিকে সরকারি সুন্দরবন আদর্শ কলেজ থেকে সাধারণ শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের বের করে দিয়ে এ ঘটনা ঘটানো হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এসব ভর্তির ক্ষেত্রে অতিরিক্ত অর্থ নেয়ারও অভিযোগ রয়েছে। বিকাল চারটা পর্যন্ত এই ভর্তি কার্যক্রম চলে। পরে কলেজের অধ্যক্ষ ও ভর্তি কমিটির সদস্যরা গেট খুলে সাধারণ শিক্ষার্থীদের ভেতরে নিয়ে যান।

কলেজ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল সোমবার সুন্দরবন সরকারি আদর্শ কলেজে একাদশ শ্রেণিতে অপেক্ষমাণ তালিকা থেকে ভর্তির শেষ দিন ছিল। কলেজটিতে এ বছর বাণিজ্য বিভাগে ৪০০ এবং বিজ্ঞান ও মানবিক বিভাগে ৩০০ করে আসন ছিল। দুই তালিকা থেকে গত রবিবার পর্যন্ত আড়াই শতাধিক শিক্ষার্থী পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

গেটে তালা দিয়ে পছন্দের

২০ পৃষ্ঠার পর

ভর্তি হয়েছিল। প্রত্যক্ষদর্শী শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষকরা জানান, শেষ দিনে গতকাল সোমবার সকাল থেকে শিক্ষার্থীরা কলেজে ভর্তির জন্য ভিড় জমায়। কলেজের একাডেমিক ভবন-২ তে ভর্তি কার্যক্রম চলছিল। কিন্তু সকাল থেকে কোনো শিক্ষার্থীকেই ভর্তি ফরম দেয়া হয়নি। দুপুর একটার দিকে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা শিক্ষার্থীদের কলেজ থেকে বের করে দিয়ে একাডেমিক ভবন-২ এর গেটে তালা ঝুলিয়ে দেয়। এ সময় তাদের বাধা দেয়ায় সঞ্জিত নামের এক অভিভাবককে মারধর করা হয়। তাকে নগরীর একটি ক্লিনিকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়া হয়।

সরেজমিন সুন্দরবন কলেজে গিয়ে দেখা যায়, শিক্ষার্থীরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। ভবনের ফটকে তালা ঝুলছে, আর ভেতরে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা ভর্তি কার্যক্রম নিয়ে ব্যস্ত। শিক্ষকরাও ভেতরে আটকা পড়েছেন। বিকেল চারটা পর্যন্ত এভাবে ভর্তি কার্যক্রম চলে।

সুন্দরবন কলেজ একাদশ শ্রেণির ভর্তি কমিটির আহ্বায়ক বি এম হাফিজুর রহমান জানান, শুরুতে কিছুটা সমস্যা হয়েছিল। পরে ছাত্রদের বুঝিয়ে ঠিক করেছি। বিকেল চারটা পর্যন্ত প্রায় ৪৫০ শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। ভর্তি কার্যক্রম চলবে। কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর অহিদুজ্জামান বলেন, সকালে ছাত্ররা একটু ঝামেলা করেছিল। পরে ঠিক হয়ে গেছে। মহানগর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান রাসেল বলেন, অনলাইনের বাইরে জোর করে ভর্তির সুযোগ নেই। তারপরও কি ঘটেছে আমি খোঁজ নিচ্ছি। মহানগর ছাত্রলীগের সভাপতি শেখ শাহজালাল হোসেন সুজন বলেন, আমি খুলনার বাইরে আছি। এসব ব্যাপারে আমি কিছুই জানি না।